স্বনির্বাচিত কবিতা

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

উড়োজাহাজের বাড়ি

শ্রদ্ধা: বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

১
নীল গ্যারেজের মোহন্ত উঠে আসে
দেয়ালের গায়ে আঁক কষে
তারপর নিদান দেয়, কত সুদ, কত আসল
এক্কাগাড়ির পায়ে পায়ে ছায়া ঘোরে
খারাপ মোটরের খোলে ময়লা আঁচল আঁকা থাকে
বালক লামারা রঙ গুলে রঙ গুলে তাইই আঁকে, মোছে, ফের আঁকে
বিড়বিড় করে সাতের ঘরের নামতা আওড়ায়
ঢুলে পড়ে ঘুমে
শেকল তোলার পর নতুন বউয়ের শান্ত চেহারায় ছায়া খেলে যায়
আজ সাতদিন হল
শহরের অলিতে গলিতে উড়োজাহাজের খোঁজে আছি
বউ আলপনা দেয়, শাড়ি খোলে শাড়ি পড়ে, শাড়ি খোলে
আগুনের ভাঁজে আলো রেখে ঝোলটোল রাঁধেবাড়ে
শুরু হয় ব্যারিকেড। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে
অনন্ত কার্ফুর দিন

২
পুরোনো বাড়ির ফাটল সারাতে
কিছু মিথ্যে বাক্য গুঁজে দিই
তারপর ছবি তুলি
এলাকার মেয়েরা সেসব জানে
ঠোঁট উলটে ঝোপঝাড় ভেঙে চলে যায়
দুই পাহাড়ের দিকে
সারাদিন একটাই কাজ এখন,
জল ভরা
মিথ্যে শব্দের ওপর জল ছিটিয়ে জল ছিটিয়ে
জিইয়ে রাখা।
সন্ধেয় ফেরত- মেয়েরা একে একে
তুলে নেয় আঁচলের গিঁটে
জলে ভেজা ফুলে ওঠা শব্দের বাড়তি অংশ
তারপর বাড়ি ফেরে মহুয়াটোলার দিকে।

৩
মৃতেরাই কথা বলে, পাশাপাশি, স্বাভাবিক দেবতার মতো।
আর সবকিছু দূরে দূরে গ্রামে, শহরে, ছড়ানো সংসার...
দেয়ালেরা সরে যেতে পারে, পারে চাবি এনে দিতে
জলের গুহার পাশে অস্বচ্ছ আলপনা ধীরে ধীরে সজাগ হয়
টুকিটাকি কথা বলে, দিনের ভেতর বহু বহু দিন ঢুকে যেতে থাকে...
কেউ কেউ হেঁটে আসে, দুরন্ত ঘূর্ণিকে ঘিরে মতিচ্ছন্ন পায়ে বসে থাকে
বসে থাকে, বসে থেকে থেকে শেকড় বানাতে চায়
গল্পের ছলে বুনে দেয় পরিশুদ্ধ বীজ, তারপর রঙ আনে
দর করে শহরের দোকান- বাজারে তবু মাঠে পড়ে থাকে বিছানা- বালিশ
বিয়ে করে আনা পাটভাঙা বউ
গোপন বেলাভূমি জুড়ে পড়ে থাকে
পুরোনো কঙ্কাল
অক্ষরের কারুকাজ করা রুপোলি তাগা
তখন অন্ধকারের ঢেউ, তখন আলোর তাগিদ, তখন
জবাবি ভাষণে ওঠা ম্রিয়মান স্বর
মিলেমিশে ফিরে যায় উড়োজাহাজের মাঠে, ফেরে না
কখনও আর।

৪
আঁধারের গায়ে ছাপ রেখে দিতে চেয়ে
আমি মেয়ে মানুষের দিকে ঝুঁকেও ঝুঁকিনি
তবু জঙ্গলের ঘ্রাণে মাতাল হওয়া বাধেনি কখনও
যেমন বাধেনি গভীর সাগর থেকে তুলে আনা ঝিনুকের খোল
মেয়েমানুষের বুক থেকে অবুঝের দানা
পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছি যতনের সাথে, মোড়কে সাজিয়ে
হতাশের পাশে উজ্জ্বল রেখেছি বুকের আদর
তুলে রাখা পেয়ালার মতো
এতটুকু বলে চুপ করে থাকি
ঝিরিঝিরি বাতাসের ভরে উড়ে যায় কথা, ফুলকারি দিন
নরম বাহুর দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখেছি আশ্বাস
পাণ্ডুলিপি কবিতার
দুহাত পুড়িয়ে তবু খুঁজে গেছি ছাই
ভস্মের ঠিকানায় অঞ্জলি মেনন।

=X=X=X=